সংক্ষিপ্ত
নবী জীবনী

আয-যুলফি দা'ওয়াহ সেন্টার

অনুবাদ-সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আলোকিত প্রকাশনী

সংক্ষিপ্ত
নবী জীবনী

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২

মুদ্রিত মূল্য: ৯০ (নব্বই) টাকা

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া),
SalafiBooksbd.com, UmmahBD.com,
Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

সূচিপত্র

১. সম্পাদকের কথা ৫
২. নবুওয়াতের পূর্বে আরবদের অবস্থা ৯
৩. ইবনুয্ যাবিহাঈন ১০
৪. হস্তী বাহিনীর ঘটনা ১২
৫. দুগ্ধ পান ১৪
৬. বক্ষবিদীর্ণ ১৬
৭. আমেনার মৃত্যু ১৮
৮. ওহী অবতীর্ণ..... ২১
৯. দাওয়াতী প্রচারণা ২৪
১০. প্রকাশ্যে দাওয়াতী প্রচারণা ২৫
১১. হাবশায় হিজরত..... ২৯
১২. শি'আবে আবু তালিবে আত্মনির্বাসিত হওয়া ৩১
১৩. দুঃখের বছর ৩৩
১৪. তায়েফের পথে ৩৪

১৫. চন্দ্র দু' টুকরা হওয়া..... ৩৬
১৬. ইসরা ও মি'রাজ ৩৭
১৭. ইসলাম প্রচারের নতুন সদর দপ্তর..... ৪১
১৮. মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম.....৪৬
১৯. বদর যুদ্ধ ৪৭
২০. উহুদ যুদ্ধ..... ৪৯
২১. খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ ৫০
২২. মক্কা বিজয় ৫১
২৩. প্রতিনিধি দল এবং বিভিন্ন দেশের বাদশাহের কাছে দূত প্রেরণ.....৫৩
২৪. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু.....৫৫
২৫. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গুণাবলি.....৫৬
২৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ...৫৭
২৭. তাঁর কতিপয় মু'জিযা ৬১

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমি এমন একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখছি, যা আমার নিজের জীবনের জন্য পাথেয়, আর তা হচ্ছে সাইয়্যেদুল খালক মুহাম্মাদ সাল্লালাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী। যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের জীবনীতে উত্তম আদর্শ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা করে।” [সূরা আল-আহযাব: ২১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুমিনের যেমন আদর্শ তেমনি আজ তিনি সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্যও আদর্শ। তাঁর জীবনী থেকে সকলেই উপকৃত হতে চায়। বিশ্বের অনেকেই তাঁর জীবনী দিয়ে সেসব গ্রন্থের সূচনা করেছেন, যা বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা হয়েছে। একজন সফল পরিচালক হিসেবে তাকে সকলেই স্মরণ করে, সফল রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাকে সকলেই বরণ করে, একজন সমাজপতি হিসেবে তাকে সকলেই অনুসরণ করে,

নবুওয়াতের পূর্বে আরবদের অবস্থা

মূর্তি পূজাই ছিল আরব দেশের প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরনের মূর্তি পূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, মানাত, উযযা ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টধর্ম বা অগ্নিপূজকদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আবার স্বল্পসংখ্যক লোক ছিল যারা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তার আদর্শ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণভাবে পশু সম্পদের ওপর নির্ভর করত। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনেরও ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন ও নাগরিক সভ্যতা ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম সর্বত্র বিরাজমান ছিল,

এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো। আমেনা অবশেষে সন্তান প্রসব করলেন। আর এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোর বেলায়। উল্লেখ্য, সে বছরেই হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে আরবদেরকে কা'বা শরীফে হজ করতে দেখে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) সান'আতে এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ করে। কেননা গোত্রের এক লোক (আরবের একটা গোত্র) তা শোনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেওয়ালগুলোকে পায়খানা ও মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা একথা শোনার পর রাগে ক্ষেপে উঠে। ৬০ হাজারের এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হয়। নিজের জন্য সে সবচেয়ে

এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৫০ দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

দুগ্ধ পান

আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকুল পরিবেশ ছিল। রাসূলের পবিত্র জন্মলাভের পর বনী সা‘দ গোত্রের কিছু বেদুঈন লোক মক্কায় আসে। তাদের মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্রের কারণে কেউ তাঁকে নেয়নি। হালিমা সা‘দিয়াও ছিল তাদের একজন। সবার মতো সেও ছিল বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব-অনটন বিমোচন করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হয়নি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালিমার পরিচর্যায় দু’ বছর লালিত-পালিত হন। হালিমা তাঁকে দারুণভাবে চাইতেন। হালিমা নিজেই হৃদয়ের গভীরে এ শিশুকে ঘিরে রাখা অস্বাভাবিক কিছু জিনিস পুরো অনুভব করতেন। দু’ বছর শেষ হওয়ার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। কিন্তু হালিমা রাসূলের বরকত অবলোকন করেন যে, বরকত তাঁর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায় আমেনার কাছে রাসূলকে দ্বিতয়বার দেয়ার জন্য আবেদন করলেন। আমেনা তাতে সম্মত হন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসলেন।

বক্ষবিদীর্ণ

একদিন শিশু মুহাম্মাদ হালিমার ছেলেদের সাথে তাবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিল। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছাকাছি, এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীতসন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে

খাদিজার ঔরসে জন্মলাভ করেন যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা এবং কাসিম ও আব্দুল্লাহ নামক দুই ছেলে যারা শৈশবেই মারা যান।

ওহী অবতীর্ণ

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার অদূরে অবস্থিত হেরা নামক এক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন করে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১ তারিখের রাতে হেরা গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম বললেন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। এভাবে অনেক লোক ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু সবাই ইসলামকে গোপনে রাখতেন। কারণ, কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশের কাফেরদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হতেন।

প্রকাশ্যে দাওয়াতী প্রচারণা

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে:

﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤﴾

[الحجر: ٩٤]

“অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।” [সূরা আল-হিজর: ৯৪] এ আদেশ পেয়ে একদিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশদেরকে

করলেন। যখন তারা চুক্তিটি বের করল, তখন তারা দেখতে পেল যে, উইপোকা এটিকে খেয়ে ফেলেছে। এই উক্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ। "হে আল্লাহ! আপনার নামে। অবশেষে অবরোধ শেষ হয়ে যায় এবং মুসলিম ও বনু হাশিম মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের প্রতি তাদের নিপীড়নমূলক অবস্থান বজায় রেখেছিল।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যধি আবু তালিবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো গুণতে লাগলেন। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথার পার্শ্বে বসে তাকে কালেমায়ে তাওহীদ (لا إله إلا الله) পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবু জাহলসহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তার পার্শ্বে ছিল তাকে বললো- শেষ মুহূর্তে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? তুমি মিল্লাতে আবদুল মুত্তালিব থেকে বিমুখ হয়ে যাবে? তারা তাকে চাপ

মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উট যেখানে বসে গিয়েছিল জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি মুহাজির (তাঁর সঙ্গীরা যারা মক্কা থেকে তাঁর সাথে এসেছিলেন) এবং আনসারদের (যারা তাঁকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সাহায্য করেছিল) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মুহাজির ও আনসারগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়।

মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তারা মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এভাবে বিপদ ও আশংকা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাইরে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু

হজ সফর থেকে ফেরার প্রায় আড়াই মাস পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন তাঁর রোগ বেড়ে যায়। তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইমামতি করতে বলেন।

হিজরি ১১ সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এমন সময় আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু এক ভাষণে লোকজনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, “রাসূল একজন মানুষ ছিলেন। যিনি মারা যান যেমন অন্যান্য মানুষ মারা যায়।” লোকেরা শান্ত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল দেয়া, কাফন পরানো সম্পন্ন হলো এবং তাঁকে তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু

তাঁর কতিপয় মু'জিযা

তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জিযা কুরআন, যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে, কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ বা ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা রচনা করে আনো। মুশরিকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে।

তার অন্যতম একটি মু'জিযা হলো: মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেকবার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর যথাক্রমে আবু বকর, উমার ও উসমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে।

খাবার আহার করা কালীন তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনী সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির রাতসমূহে পাথর ও গাছপালা সালাম করেছে। এক ইয়াহূদী নারী